ইউনিট

২৪

নেতৃত্ব

ভূমিকা

নেতৃত্ব বলতে সাধারণত নেতার গুণাবলিকে বুঝায়। নেতৃত্ব একটি সামাজিক গুণ, যা কোন যৌথ প্রচেষ্টাকে সুসংহত ও পরিকল্পিত উপায়ে সার্থক করতে প্রয়াসী হয়। সামাজিক জীবন যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার ফসল। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে হলে দরকার সঠিক নেতৃত্বের। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যোগ্য নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। জনগণকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে, জাতিকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের সুযোগ্য নেতৃত্ব আবশ্যক। জনপ্রিয় নেতা ও যোগ্য নেতৃত্বই গণতন্ত্রের বাহন। এই ইউনিটে যোগ্য নেতৃত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১ : নেতৃত্ব – অর্থ, সংজ্ঞা, গুরুত্ব, প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- নেতৃত্বের অর্থ, সংজ্ঞা ও গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- নেতৃত্বের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২৪.১.১ নেতৃত্বের অর্থ, সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

সাধারণভাবে নেতৃত্ব বলতে কোন রাজনৈতিক দলের নেতার গুণাবলিকে বুঝায়। কোন ব্যক্তির কর্মদক্ষতা ও গুণাবলে যা অন্যকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে তাই নেতৃত্ব। এইচ. ও. ডানেল বলেন, "নেতৃত্ব হচ্ছে সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে সহযোগী হতে প্ররোচিত করার কাজ।" একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সঠিক নেতৃত্ব সফলতার চাবিকাঠি। যোগ্য নেতৃত্বের প্রভাবে একটি সমাজ সফলতার শিখরে আরোহণ করতে পারে। আবার অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে সমাজ ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে।

সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে, রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে, কল-কারখানায়, অফিস-আদালতে, খেলার মাঠে– সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের অবদান অনস্বীকার্য। একমাত্র সঠিক নেতৃত্বই পারে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশাল কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে।

২৪.১.২ নেতৃত্বের প্রকারভেদ

রাষ্ট্রীয় সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণত তিন শ্রেণির নেতৃত্ব দেখা যায়। যথা–

(১) ব্যবস্থাপকের নেতৃত্ব বা প্রশাসনিক নেতৃত্ব।
(২) সম্মোহনী নেতৃত্ব বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব।
(৩) বিশেষজ্ঞ সুলভ নেতৃত্ব।

নিচে এই তিন ধরনের নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

(১) ব্যবস্থাপকের নেতৃত্ব বা প্রশাসনিক নেতৃত্ব– এরূপ নেতৃত্ব বিভিন্ন শ্রেণি, দল, কল-কারখানা ও অফিস-আদালতের ব্যবস্থাপক বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে দেখা যায়। ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার বিশেষ দক্ষতাকে প্রশাসনিক নেতৃত্ব বলে। সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ব্যবস্থাপকের

নিরলস দায়িত্ব পালনের দ্বারা সম্ভব হয়। প্রশাসনিক দক্ষতা ও স্থিতিশীলতা প্রশাসনিক নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল।

(২) সম্মোহনী নেতৃত্ব বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব– সম্মোহনী নেতৃত্বকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বলা যায়। এ ধরনের নেতা বিভিন্ন পদ্ধতিতে অপরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে বা আকৃষ্ট করে তোলে। এরূপ নেতার কাজ হল তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা গড়ে তোলা এবং সেই আস্থাকে যথোপযুক্ত ভাবে কাজে লাগানো।

(৩) বিশেষজ্ঞ সুলভ নেতৃত্ব– বিশেষজ্ঞ সুলভ নেতৃত্ব বলতে কোন ব্যক্তির কোন বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতাকে বুঝায় যা অপরকে আকৃষ্ট করে। এ ধরনের নেতা কোন পন্থায় কাউকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে না। তাঁর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও দক্ষতাই অপরকে আকৃষ্ট করে। যেমন– বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আইনবিদ ইত্যাদি ধরনের পেশাজীবী।

২৪.১.৩ নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য

নেতৃত্বের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ

(১) জন্মগত বা বংশগত– নেতৃত্বকে অনেকে জন্মগত গুণ বলে মনে করেন। অনেকে ভাবেন নেতৃত্ব বংশগতও হতে পারে। সি, আই, বার্ণাড বলেন, "বাস্তবিক আমি কখনও এমন কোন নেতাকে দেখিনি যিনি সন্তোষজনকভাবে বলতে পেরেছেন যে, কেমন করে তিনি নেতা হওয়ার যোগ্য হয়েছেন।" এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, নেতৃত্বের গুণ সহজে অর্জন করা যায় না। এর জন্য বংশগত ধারা একটি প্রয়োজনীয় উপাদান।

(২) চেষ্টালব্ধ– নেতৃত্ব শুধু জন্মগত এ ধারণা সব ক্ষেত্রে ঠিক নয়। মানুষ তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তার নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টা, সাধনা, ত্যাগ ও পরিশ্রম দিয়ে সেই যোগ্যতার বিকাশ ঘটায় এবং নেতৃত্ব বলিষ্ঠ ও উন্নত হয়।

(৩) সামাজিক গুণ– নেতৃত্ব হচ্ছে একটি অসাধারণ সামাজিক গুণ যা দ্বারা মানুষ অন্যকে আকৃষ্ট করে। এটি অতি বিরল গুণ যা সবার মধ্যে থাকে না।

সার-সংক্ষেপ

নেতৃত্ব হচ্ছে একজন নেতার অসাধারণ গুণ। এ গুণ দ্বারা সে অন্যকে আকৃষ্ট করে। সে নানাবিধ উপায়ে অপরকে আকৃষ্ট করে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করে এবং এই আস্থাকে কাজে লাগায়। নেতৃত্ব বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যথা– বিশেষজ্ঞ সুলভ, সম্মোহনী সুলভ, প্রশাসনিক ইত্যাদি। নেতৃত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একজন নেতার নেতৃত্ব হচ্ছে তার সামাজিক গুণ। এটি জন্মগত ও চেষ্টালব্ধ দুটোই হতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু পথে পরিচালিত করার জন্য যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। একজন জনপ্রিয় নেতাই হচ্ছে গণতন্ত্রের অন্যতম বাহন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রশাসনিক নেতৃত্ব কাকে বলে ?
- ক. কোন ব্যক্তির বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতাকে
- খ. নেতার কোন ব্যক্তিকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করাকে
- গ. ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার বিশেষ ক্ষমতাকে
- ঘ. কোন ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বকে

২। নেতৃত্বকে কিসের বাহন বলা যায় ?
- ক. রাজতন্ত্রের
- খ. সমাজতন্ত্রের
- গ. একনায়কতন্ত্রের
- ঘ. গণতন্ত্রের

পাঠ ২ : নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি, নেতৃত্ব ও জনরায়

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- নেতৃত্ব ও জনরায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পরবেন।

২৪.২.১ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি

নেতৃত্বের কিছু আবশ্যকীয় গুণাবলী রয়েছে। নিচে সেগুলোর বিশদ বর্ণনা দেওয়া হল

(১) ব্যক্তিত্ব– নেতাকে ব্যক্তিত্বের গুণে একক ও অনন্য ভাবমূর্তির অধিকারী হতে হয়। চরিত্রের মাধুর্য, নমনীয়তা, তেজস্বিতা, বাকপটুতা, জ্ঞানের গভীরতা প্রভৃতি গুণ নেতাকে ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলে। ব্যক্তিত্বই একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে আসীন হতে সাহায্য করে।

(২) দূরদৃষ্টি– জটিল ও সমস্যাসংকুল দেশ ও জাতীয় সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের। নেতাকে অতীতের আলোকে বর্তমানের মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ করণীয় স্থির করতে হবে। দূরদর্শী নেতার অভাবে জাতি ভুল পথে পরিচালিত হয়। জাতীয় জীবনে নেমে আসে হতাশা, দানা বাঁধে বিক্ষোভ।

(৩) বুদ্ধিমত্তা– বুদ্ধিমত্তা নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণ। সমস্যা সমাধানে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে নেতা জনমনে নিজেকে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারে।

(৪) উদারতা– নেতাকে অবশ্যই ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে সার্বিক সামাজিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। নেতা অবশ্যই সকল প্রকার সংকীর্ণতা, দীনতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা ও হীনমন্যতাকে পরিহার করে চলবেন।

(৫) অভিজ্ঞতা– নেতাকে অভিজ্ঞ ও কুশলী হতে হয়। কেননা তাঁর সাফল্য ও ব্যর্থতার উপর গোটা জাতি বা দেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। যে নেতা যে বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করেন তাঁকে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হয়।

(৬) নিরপেক্ষতা– নেতা হবেন অনেকটা নিরপেক্ষ গুণের ও মনের অধিকারী। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের বক্তব্যই তিনি শুনবেন, জানবেন এবং সেগুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করবেন।

(৭) ন্যায়নীতিপরায়ণতা– নেতা হবেন ন্যায়-নীতিপরায়ণ। তার চরিত্র হবে উত্তম। নীতির প্রশ্নে, ন্যায়ের ক্ষেত্রে তিনি অটল ও অনড় থাকবেন।

(৮) শিক্ষা– নেতা হবেন শিক্ষিত, ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চ শিক্ষিত ও বিশেষ প্রজ্ঞার অধিকারী।

(৯) দায়িত্ববোধ– নেতার দায়িত্ববোধ থাকবে। দেশের তথা জাতির প্রতিটি বিষয়ে তার দায়িত্ববোধ হবে তীক্ষ্ন।

(১০) চারিত্রিক কঠোরতা ও কোমলতা– নেতার চরিত্র একদিকে যেমন হবে কোমল, তেমনি অপরদিকে প্রয়োজনবোধে হবে কঠোর। চরিত্রের কোমলতা নেতাকে জনগণের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি অর্জনে সাহায্য করবে। আবার চরিত্রের কঠোরতা ও দৃঢ়তা নেতার প্রতি জনগণের আনুগত্য, শ্রদ্ধা, ভয় ও শৃঙ্খলাবোধকে জাগিয়ে তুলবে বা অক্ষুন্ন রাখবে।

(১১) বিবিধ– এছাড়াও নেতার কথায় ও কাজে মিল থাকবে। তিনি ধৈর্যশীল ও কষ্টসহিষ্ণু হবেন এবং প্রবল কর্মপ্রেরণার অধিকারী হবেন।

২৪.২.২ নেতৃত্ব ও জনরায়

একজন নেতা জনগণের বন্ধু, পথ প্রদর্শক ও রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করে। নেতৃত্ব জনগণের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে। নেতৃত্ব হচ্ছে একাধারে সুবক্তা ও সুশ্রোতা। জনগণ তাঁর কথা মন দিয়ে শোনে, তাঁকে সমর্থন দেয় ও তাঁর দলভুক্ত হয়।

নেতৃত্ব সম্মোহনী বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে অভিভূত করে ফেলে। নেতৃত্ব যখন জনগণের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে তখন নেতা জনগণের পক্ষে কথা বলেন। তিনিই জনগণ, তার কথাই জনগণের কথা। জনগণ নেতাকে তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে মনে করে। জনগণ ভাবতে আরম্ভ করে নেতা তাদের সবকিছু দেখাশোনা করবেন, তাদের দাবী-দাওয়া মেটাবেন ও তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করে দেবেন। জনগণের এই অকুণ্ঠ ভালবাসা ও বিশ্বাসবোধ গড়ে তুলে নেতৃত্ব জনরায় লাভ করে।

নেতা বিভিন্ন ধরনের ইস্যুকেই রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। নেতৃত্ব দেশের ভিতরে সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, হরতাল-আন্দোলন, ঘেরাও ইত্যাদি হাতিয়ার প্রয়োগ করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যে, রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি জনগণের দাবীতে পরিণত হয়। এসব কর্মসূচি ও দাবীকে জনগণ সমর্থন দেয়, দাবী আরও তীব্রতর হয়।

এভাবে নেতৃত্ব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পন্থায় রাজনৈতিক কলাকৌশল অবলম্বন করে জনরায় সৃষ্টি করে। তাঁর প্রতি জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা গড়ে উঠে। ফলে সমাজ ও সরকার অনেক ক্ষেত্রে জনরায় মানতে বাধ্য হয়।

সার-সংক্ষেপ

নেতৃত্ব একটি সামাজিক গুণবিশেষ। দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দক্ষতা নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ। প্রবল ইচ্ছাশক্তি, ব্যাপক জ্ঞান, অদম্য আত্মবিশ্বাসই নেতৃত্বকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনে দিতে পারে। নেতৃত্বের কিছু আবশ্যকীয় গুণাবলি রয়েছে ; যেমন– ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, সহনশীলতা, উদারতা, দূরদৃষ্টি, শিক্ষা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি। দেশ ও জাতির সমস্যা ও সংকট মোচনে নেতৃত্ব যে কর্মসূচি প্রদান করে তা জনরায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নেতার কথাই জনগণের কথা। এরূপ বিশ্বাস ও আস্থা গড়ে তুলে নেতৃত্ব জনরায় অর্জন করে। পরবর্তীতে সমাজ ও সরকার জনরায় মেনে নিতে বাধ্য হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নেতৃত্ব সব ধরনের ইস্যুকে কি হিসেবে ব্যবহার করে ?

ক. রাজনৈতিক কাঠামো খ. রাজনৈতিক হাতিয়ার
গ. রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘ. রাজনৈতিক কলাকৌশল

২। নিচের কোনটি নেতৃত্বের জন্য আবশ্যক ?

ক. মুনাফা অর্জন খ. ভালবাসা
গ. উদারতা ঘ. কৌশল

পাঠ ৩ : নেতৃত্ব এবং আইনগত, রাজনৈতিক ও নৈতিক বৈধতা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

■ নেতৃত্ব এবং আইনগত, রাজনৈতিক ও নৈতিক বৈধতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

২৪.৩.১ নেতৃত্ব এবং আইনগত, রাজনৈতিক ও নৈতিক বৈধতা

নেতৃত্ব হচ্ছে কোন নেতার গুণ বিশেষ। এই গুণাবলি অপরকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। এছাড়া নেতার গুণ জনগণকে আকৃষ্ট করে, সংঘবদ্ধ করে ও একত্রিত করে। একজন মানুষ যিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন তাকে নিজ রাষ্ট্রের একজন অনুগত নাগরিক হতে হয়। রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে জনগণ তাকে যাচাই-বাছাই করে দেখে। ধীরে ধীরে নেতা জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। ফলে তাঁর চারপাশে সমর্থক সৃষ্টি হয়। এভাবে নেতা আইনগত বৈধতা অর্জন করেন। তখন সরকার, গোষ্ঠী, সমাজ ও জনগণ তাঁকে উপেক্ষা করতে পারে না।

নেতা যখন তার রাজনৈতিক দল নিয়ে জাতীয় নেতৃত্বে অবতীর্ণ হন তখন তিনি রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন করেন। তিনি তখন জনগণের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করার অধিকার লাভ করেন। জনগণের রায় নিয়ে নেতৃত্বের অধিকারী নেতা রাজনৈতিকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুরোপুরি বৈধতা অর্জন করেন। দেশের বিভিন্ন সভা-সমিতি, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সমাবেশ ও সেমিনারে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান হয়। রাষ্ট্র ও সরকার নেতার নেতৃত্বকে মেনে নেয় এবং তাঁকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

নেতা হবেন সৎ, ন্যায়নীতিসম্পন্ন ও বলিষ্ঠ। তিনি দলের কর্মীদেরও সেভাবে গড়ে তোলেন। নেতা এমন কোন কাজ কখনও করবেন না যা জনসাধারণের নৈতিক বোধকে ক্ষুণ্ন করে। তাতে করে জনসাধারণও নেতাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এভাবে নেতা ও নেতৃত্ব নৈতিক বৈধতা অর্জন করে।

নেতার আইনগত, রাজনৈতিক ও নৈতিক বৈধতা নেতাকে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করে তোলে।

সার–সংক্ষেপ

নেতৃত্ব হচ্ছে নেতার বিশেষ গুণ যা অপরকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। নেতা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। নেতাকে জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের মাধ্যমে আইনগত বৈধতা অর্জন করতে হয়। নেতা যখন তাঁর রাজনৈতিক দল নিয়ে জাতীয় নেতৃত্বে অবতীর্ণ হন তখন তিনি রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন করেন। নেতা তাঁর সততা, ন্যায়নীতি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের গুণাবলী দ্বারা নৈতিক বৈধতা অর্জন করেন। নেতার আইনগত, রাজনৈতিক ও নৈতিক বৈধতা নেতাকে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নেতার আইনগত বৈধতার জন্য কি প্রয়োজন ?

ক. জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন খ. মানসিক শক্তি অর্জন

গ. জনগণের নৈতিক শক্তি অর্জন ঘ. জনগণের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

২। নেতা কি দ্বারা রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন করে ?

ক. জনগণের বিশ্বাস খ. রাজনৈতিক দল

গ. জনগণের আস্থা ঘ. ন্যায়নীতি

পাঠ ৪ : নেতৃত্ব এবং অনুসারী ও জনগণ, নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দল

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- নেতৃত্ব এবং অনুসারী জনগণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

২৪.৪.১ নেতৃত্ব এবং অনুসারী ও জনগণ

নেতৃত্ব গুণ ও দক্ষতা দিয়ে অপরকে প্রভাবিত করে। যার ফলে জনগণ সহজে নেতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যারা নেতৃত্বকে সমর্থন করে তাদেরকে অনুসারী বলা হয়। অনুসারীগণ নেতৃত্বকে অন্ধভাবে মেনে চলে, তাদের প্রতি অর্পিত দায়-দায়িত্ব পালন করে। নেতৃত্ব ও অনুসারী আলাদা নয়। তারা একই আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়, একই নীতি তাদের মধ্যে কাজ করে, একই কর্মপন্থায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। নেতার নেতৃত্ব বিকাশে অনুসারীগণ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে। নেতার আসনকে মজবুত করার জন্য, নেতার সার্বিক উন্নতির জন্য অনুসারীগণ দিনরাত খাটে।

নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকে তবে জনগণের সাথে নেতৃত্বের সম্পর্ক হয় আনুষ্ঠানিক। নেতার নেতৃত্ব সম্মোহনী হলে, জনগণের আস্থা গড়ে তুলতে পারলে, জনগণের সাথে নেতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে। জনগণ নেতার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। নেতার প্রতি তাদের আস্থা জন্মায়, তারা মনে করে নেতা তাদের সার্বিক সমস্যা দেখবে, তাদের সমস্যার সমাধান করবে। অন্যদিকে নেতারও জনসমর্থন প্রয়োজন। শুধু অনুসারী দিয়ে নেতৃত্ব চলে না। জনগণের সমর্থনের দ্বারাই নেতারা পরিচালিত হয়ে থাকেন।

সুতরাং নেতৃত্বের জন্য অনুসারী যেমন প্রয়োজন তেমনি জনগণও প্রয়োজন। সকলের সার্বিক সহযোগিতা ও সমর্থন প্রয়োজন। যার অনুসারীর সংখ্যা যত বেশি, তার জনসমর্থনও তত বেশি। অনুসারীগণ জনগণের সঙ্গে একাত্মতায় নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে তোলে।

২৪.৪.২ নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দল

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক দল সরকার পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল সহাবস্থানে থেকে সরকার পরিচালনা করে। বিরোধী দল বিকল্প সরকারের ভূমিকা পালন করে।

রাজনৈতিক দল ব্যবস্থাকে সংহত, শক্তিশালী ও গতিশীল করার ব্যাপারে নেতৃত্বের ভূমিকা রয়েছে। নেতৃত্বের কারণে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আবার নেতৃত্বের কারণে কোন দলের পতন ঘটতে পারে। নেতা যদি বিশেষ প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অধিকারী হয় তাহলে তার বুদ্ধিমত্তার কারণে দল বৃহৎ আকার ধারণ করতে পারে। ফলে নেতৃত্বের গুণে তার অনুসারী, সমর্থক ও কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

তাই দেখা যায় একটি দেশের রাজনৈতিক দল অনেকাংশে নির্ভর করে নেতৃত্বের উপর। নেতৃত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক শুধু নিবিড় নয় বরং গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ।

সার–সংক্ষেপ

নেতা, অনুসারী ও জনগণ একে অপরের পরিপূরক। নেতা সেই ব্যক্তি যে তাঁর কর্মদক্ষতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত বা আকৃষ্ট করে। নেতাকে যে ব্যক্তি সমর্থন করে তাকে নেতার অনুসারী বলে। নেতার মতাদর্শই তার মতাদর্শ। সাধারণত অনুসারীরা নেতাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু শুধু অনুসারী দ্বারা নেতৃত্বের বিকাশ হয় না। নেতৃত্বের জন্য দরকার জনসমর্থন। আর সেজন্য প্রয়োজন জনগণের। অপরদিকে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থাকে সুসংহত ও শক্তিশালী করার জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজন রয়েছে। নেতৃত্বের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দল সফলতা অর্জন করতে পারে। আবার ব্যর্থও হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নেতৃত্বের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক কিরূপ ?

ক. আনুষ্ঠানিক খ. অনানুষ্ঠানিক

গ. ঘরোয়া ঘ. বাহ্যিক

২। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে অন্যান্য দলের সম্পর্ক কি ধরনের ?

ক. সহাবস্থানের খ. বন্ধুত্বের

গ. অংশীদারির ঘ. অধীনতামূলক

পাঠ ৫ : নেতৃত্বের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রনায়কত্বের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- নেতৃত্বের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

নেতার গুণাবলিই হচ্ছে নেতৃত্ব। অর্থাৎ সঠিকভাবে দায়-দায়িত্ব পালন, সুষ্ঠুভাবে অর্পিত কর্ম সম্পাদন এবং অপরকে আকৃষ্ট করার মত ব্যক্তিত্বকে নেতৃত্ব বলে।

২৪.৫.১ নেতৃত্বের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা

নেতৃত্বের দায়-দায়িত্ব অনেক ধরনের হয়ে থাকে। যিনি যে পর্যায়ের নেতা তাকে সেই পর্যায়ে দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নেতাকে সংগঠন পরিচালনা করতে হয়। সংগঠন পরিচালনার সফলতা যেমন তার উপর বর্তায়, তেমনি এর ব্যর্থতার দায়-দায়িত্বও তাঁর উপর বর্তায়। সঠিক নেতৃত্বের উপর দেশ ও জাতির ভাগ অনেকাংশে নির্ভর করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়-দায়িত্ব আরও বেশি। একটি দেশের উত্থান-পতন নেতৃত্বের দক্ষতার উপর নির্ভর করে।

নেতা যে কাজে লিপ্ত থাকবে সে কাজ তাঁকে সুচারুরূপে পালন করতে হবে। গ্রহণযোগ্যতার উপর নেতৃত্ব নির্ভরশীল। নেতা কখনও একা একা নেতা হতে পারেন না। ব্যক্তি তাঁর গুণ ও দক্ষতার দ্বারা যখন অন্যকে আকৃষ্ট করে তখনই তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। কাজেই নেতৃত্ব জনগণের কাছে বাঁধা। যিনি নেতা তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়। জবাবদিহিতা বহুমুখী। তাঁকে নিজের কাছে, জনগণের কাছে, সমাজের কাছে, আইন-আদালতের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। সুতরাং নেতৃত্ব থাকলে অবশ্যই জবাবদিহিতা থাকবে।

নেতার পাশে অবস্থানকারী ও তোষামোদকারীদের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে নেতা যখন স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নেন তখনই তার পতন শুরু হয়। তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে শুরু করে। নেতাকে সব সময় জনগণকে সামনে রেখে, জনগণের দাবী দওয়াকে বিবেচনা করে কাজ করতে হয়। নেতা এমন কোন কাজ করেন না যাতে তাঁকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। আইনের কাছে অপরাধী প্রমাণিত হলে তাঁর নেতৃত্বের পতন ঘটে। আর কোনদিনই তিনি নেতৃত্ব দানের পর্যায়ে উঠে আসতে পারেন না। সর্বোপরি নেতাকে সব সময় সজাগ ও তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে কাজ করতে হয়।

নেতাকে দায়-দায়িত্ব যেমন পালন করতে হয়, তেমনি তাঁর জবাবদিহিতারও শেষ নেই। তাই নেতৃত্ব যদি সঠিকভাবে কাজ না করে তাহলে তিনি সফলতা অর্জন করতে পারেন না।

সার–সংক্ষেপ

নেতার গুণাবলিকেই নেতৃত্ব বলে। সঠিকভাবে দায়-দায়িত্ব পালন করে অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা ব্যক্তিত্বকেই নেতৃত্ব বলে। নেতৃত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রনায়কত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। নেতাকে সবদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। সবকিছু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হয়। যিনি এসব গুণাবলির অধিকারী তিনিই প্রকৃত নেতা। নেতাকে বিভিন্ন ধরনের দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। কোন কিছুর সফলতা যেমন তার উপর নির্ভর করে, তেমনি কোন কিছুর ব্যর্থতাও তার উপর নির্ভর করে। নেতৃত্ব জনগণের কাছে বাঁধা। তাঁকে রাষ্ট্রের কাছে, জনগণের কাছে, সমাজের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। অর্থাৎ নেতৃত্ব থাকলে তার জবাবদিহিতাও থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নেতাকে জনসাধারণের কোন দিকটি নিয়ে পূর্বেই হিসাব-নিকাশ করতে হয় ?

ক. মানসিকতা খ. স্বচ্ছলতা

গ. ন্যায়নিষ্ঠা ঘ. সুযোগ-সুবিধা

২। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নেতা কি পরিচালনা করেন ?

ক. সংগঠন খ. রাষ্ট্র

গ. সমাজ ঘ. সংসদ

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নেতৃত্ব কাকে বলে ? –২৪.১.১

২। নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ? –২৪.১.৩

৩। নেতৃত্বের দুইটি আবশ্যকীয় গুণাবলী বর্ণনা করুন। –২৪.২.১

৪। নেতৃত্ব ও অনুসারী জনগণের সম্পর্ক কি ? –২৪.৪.১

৫। নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুন। –২৪.৪.২

রচনামূলক প্রশ্ন

১। নেতৃত্বের প্রকারভেদগুলো আলোচনা করুন। –২৪.১.২

২। নেতার আবশ্যকীয় গুণাবলী আলোচনা করুন। –২৪.২.১

৩। জনরায়ের উপর নেতৃত্বের প্রভাব বর্ণনা করুন। –২৪.২.২

৪। নেতৃত্বের আইনগত, রাজনৈতিক ও নৈতিক বৈধতা আলোচনা করুন। –২৪.৩.১

৫। নেতৃত্বের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। –২৪.৫.২

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। গ, ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। ঘ, ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। ক, ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। ক, ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৫ ঃ ১। ক, ২। ক